দৈনিক সংবাদ
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 14 NOV 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1
017

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ২৮শে কার্তিক, ১৩৯৫

এইচ এস সি পরীক্ষার ফল

চলতি বছরের এইচ এস সি পরীক্ষার ফল অনেকের জন্য সুখবর এবং বেশীর ভাগের জন্যই দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে। এবারের ফল পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এক, পাশের চেয়ে ফেলের হার বেশী। দুই, বড় শহরের তুলনায় মফস্বলের কলেজগুলোর পরীক্ষার ফল খারাপ। তিন, গত কয়েক বছরের মত এবারো 'ভাল' কলেজগুলো 'ভাল' ফল করেছে এবং খারাপ কলেজগুলো খারাপ ফল করেছে। চার, বিভিন্ন বোর্ডের পাশের হারে রয়েছে বিরাট তারতম্য।

শতকরা ৪৪ জন (চার বোর্ড মিলিয়ে) পাশের অর্থ হচ্ছে শতকরা ৫৬ জনের অকৃতকার্য হওয়া। মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ দেখলে নেতিবাচক দিকটাই বড় হয়ে ধরা পড়ে। শিক্ষাব্যবস্থা ও মানবসম্পদের এই বিপুল অপচয় বন্ধ করার উপায় কি?

ফেলের এই ব্যাপক হার থেকে শিক্ষাব্যবস্থার একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, পরীক্ষা পদ্ধতি সব কিছুতে বড় রকমের গলদ বা ফাঁক না থাকলে ফল এ রকম হতে পারে না।

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কেন আমাদের দেশে অধিকাংশ ছাত্র পাস করতে ব্যর্থ হচ্ছে? এজন্য কি শুধু ছাত্র দায়ী? তাকে কি সঠিকভাবে শিক্ষাদান করা হয়েছে, সে কি লেখাপড়ার পর্যাপ্ত এবং বাঞ্ছিত সুযোগ পেয়েছে, গৃহীত পরীক্ষায় তথা পরীক্ষা পদ্ধতিতে কি পরীক্ষার্থীর প্রকৃত মেধার যাচাই হয়েছে? আগে এসব প্রশ্নের উত্তর দরকার। অন্যথায় ফলাফল এ রকম হতেই থাকবে এবং নৈরাশ্যও চিরস্থায়ী হবে।

এক সময়ে মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলো থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই প্রথম-দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতো। এখন তা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এর মানে কি এই যে, মফস্বলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নেই? বিজ্ঞান মেধার এ রকম স্থানিক বিন্যাস সমর্থন করে না। আসলে প্রশ্নটা লেখাপড়া ও শিক্ষালাভের সুযোগের।

এবারের পরীক্ষার ফলে দেখা যায় ঢাকা বোর্ডের পাসের হার যেখানে ৫৭'৭৫ ভাগ সেখানে কুমিল্লায় তা ৫১'৭০, রাজশাহীতে ৩৪'৬২ এবং যশোরে ২৮'৭৯ ভাগ। বোর্ডে বোর্ডে পাসের হারের কেন এ বিরাট পার্থক্য? এর কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার।

কথিত ভাল কলেজগুলোর কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই। ভাল কলেজগুলোতে ভাল শিক্ষক আছেন, ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের বাছাই করে ভর্তি করা হয়, পড়ানো হয় নিয়মিতভাবে এবং এগুলোর পাঠাগার সমৃদ্ধ ও গবেষণাগার আধুনিক। সুতরাং ফল ভাল হয় এবং তা দেখে আবারও ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে ভর্তি হয়।

সরকার যদি শিক্ষার সুযোগ সকলকে সমানভাবে দিতে চান তাহলে এসব সুযোগ-সুবিধাও একইভাবে সর্বত্র সম্প্রসারিত করতে হবে।

যেখানে মফস্বলের সরকারী কলেজগুলোতেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, নেই ভাল লাইব্রেরী, নেই গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সেখানে তাদের ফলাফল ভাল হবে এমন আশা করা দুরাশা মাত্র। বেসরকারী কলেজগুলোর হাল আরও শোচনীয়।

মফস্বল বা শহরাঞ্চলের অসচ্ছল কলেজগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যাই শুধু অপর্যাপ্ত নয়, তাদের শিক্ষাদানের মানও আশানুরূপ নয়। ভাল বেতন ছাড়া ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না। অতএব পরীক্ষার ফলও ভাল হয় না।

ভাল ফলের জন্য নিয়মিত এবং মনোযোগের সাথে পড়াশোনার বিকল্প নেই। তার সাথে ইদানিং যোগ হয়েছে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া এবং কোচিং ক্লাস করা। কারো যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে সে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়বে, কোচিং ক্লাস করবে। এর বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষকদের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা না পায় তাহলে এতে আপত্তিও করা যায় না। কিন্তু বাস্তব অসুবিধাটা হলো অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরই প্রাইভেট পড়বার সামর্থ্য নেই। বড় শহরে এসে ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে অনেকে আর্থিক কারণেই বঞ্চিত। অতএব শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজে সাধারণভাবে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলকভাবে খারাপ ফল ললাটের লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিযোগ আছে, কোচিং ক্লাস করাবার কারণে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ফাঁকি দেন। সেটি না করলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল আর একটু ভাল হতে পারতো।

আমরা যদি ছাত্র-ছাত্রীদের ফল আরো ভাল দেখতে চাই, পরীক্ষার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীর অকৃতকার্যতা এবং তা থেকে উদ্ভূত হতাশা ও অপচয় বন্ধ করতে চাই তাহলে এসব দিকে জরুরী ভিত্তিতে নজর দিতে হবে।